সমাজ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রাও পরিবর্তন হয়। এমনি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে দক্ষতার ভিত্তিতে মানুষের শ্রমবিভাজন (division of labour)। একসময় লোকের পেশা ছিল কৃষি। কিন্তু কালক্রমে কৃষি ছেড়ে একদল হলো কারিগর, একদল বণিক, একদল কল-কারখানার শ্রমিক। কেউ পুরোহিত, কেউ বৈদ্য, কেউ হেকিম। মেয়েরা হলো প্রধানত গৃহিণী। তাদের প্রধান কাজ সন্তানের জন্মদান ও লালন-পালন, গৃহপালিত প্রাণীর দেখাশোনা, রান্নাবান্না ও অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম। বৃহদাংশের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় পারিবারিক পেশায় বিদ্যা ও দক্ষতা অর্জন করা। ছেলেরা পিতা, বড়ো ভাই এবং পরিবারের অন্য বয়স্ক লোকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিশি (apprenticeship) করত এবং ধীরে ধীরে তারা পেশাগত দক্ষতা ও নৈপুণ্য আয়ত্ত করত। কখনো কখনো পরিবারবহিররভূত কোনো জ্ঞানীগুণী লোকের কাছে শিক্ষানবিশি করে কোনো বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করত। মেয়েরা মা, বড় বোন এবং অন্যান্য বয়স্ক মহিলার কাছে ঘরকন্না, সুচিকর্ম ও গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজকর্ম শিখত। কোনো কোনো মহিলা ভিন্নধর্মী কাজ যেমন দাইয়ের কাজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখত। পেশাগত বিদ্যা ও দক্ষতা অর্জনের এ ধরনের শিক্ষানবিশি ও কর্ম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা সূচিত হতো। পরবর্তী পর্যায়ে কিছু কিছু কাজ সংগঠিত উপায়ে পরিচালিত হতো। যেমন, জনগণের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান প্রচার ও আচার-অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালনের নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়া, খেলাধুলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি। এ জাতীয় সংগঠিত কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার প্রচেষ্টা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আদিপর্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরবর্তীকালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার দ্বিতীয় ধারা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।